33

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 30 NOV 1996
পৃঃ ৪ কলাম ১

দুর্নীতিবাজদের হাত থেকে শিক্ষাকে রক্ষা করা হোক

শিক্ষা বোর্ডগুলোতে অচলাবস্থার আপাততঃ অবসান হতে চলেছে পক্ষকালব্যাপী ধর্মঘট স্থগিত রেখে আজ থেকে কাজ শুরু হওয়ার কথা। অচলাবস্থার কারণ বোর্ড কর্মচারীদের ধর্মঘট। বাংলাদেশে পাঁচটি শিক্ষা বোর্ড রয়েছে, পাঁচ বোর্ডের এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের জন্য ঢাকায় একটি কম্পিউটার সেন্টার রয়েছে। এই কম্পিউটার সেন্টারের মাধ্যমেই এখন পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হচ্ছে। ১৪ই নভেম্বর থেকে আন্তঃ শিক্ষা বোর্ড কর্মচারী ফেডারেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছে। তাদের দাবি হচ্ছে সবগুলো বোর্ড মিলে একটি কম্পিউটার সেল থাকলে চলবে না, সব বোর্ডে কম্পিউটার সেল স্থাপন করতে হবে।

প্রথমত পাঁচ বোর্ড মিলে একটি কম্পিউটার সেন্টার থাকবে, না পাঁচ বোর্ডে আলাদা আলাদা কম্পিউটার সেন্টার হবে এ নিয়ে শিক্ষা বোর্ড কর্মচারীদের মাথাব্যথা কেন এটা জানা প্রয়োজন। কম্পিউটার সেন্টারের সঙ্গে শিক্ষা বোর্ড কর্মচারীদের যোগসূত্রটা কি সেটাও জানা দরকার। কম্পিউটার সেন্টারকে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য শিক্ষা বোর্ড কর্মচারীদের আগ্রহাতিশয্য কেন তাও জানা দরকার। পাঁচ শিক্ষা রোর্ডের জন্য ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় কম্পিউটার সেন্টার থাকলে শিক্ষা বোর্ড কর্মচারীদের স্বার্থ কিভাবে এবং কেন ক্ষুণ্ন হচ্ছে তারও ব্যাখ্যা দরকার।

শিক্ষা বোর্ডগুলো যে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে সেই অভিযোগ বহুদিন থেকেই বহুভাবে শোনা যাচ্ছে। অভিযোগ শোনা যাচ্ছে কম্পিউটার সেন্টার বিকেন্দ্রীয় করা হলে স্ব স্ব বোর্ডের দুর্নীতিবাজ কর্মচারীরা কম্পিউটার সেন্টারের ওপর প্রভাব বিস্তার করে ফল প্রকাশে পূর্বের মতো দুর্নীতি করে টু পাইস কামিয়ে নিতে পারবে। সেজন্যেই তাদের এই দাবি। বোর্ডগুলোর এক শ্রেণীর অসাধু কর্মকর্তা ও কর্মচারী দিনের পর দিন দুর্নীতির মাধ্যমে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, ফলাফলে নম্বর কমানো–বাড়ানোসহ নানারকম দুর্নীতি অবাধে চালিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রীর জীবন। বলা যায় এই সব দুর্নীতিসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কাছে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন জিম্মি হয়ে পড়েছে তেমনি এদের জন্য ধ্বংস হচ্ছে হাজার হাজার ছাত্র–ছাত্রীর জীবন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে একে আর সামান্য দুর্নীতি বলে উড়িয়ে দেয়া যায় না। একে বড় ধরনের অপরাধ হিসেবেই গণ্য করার সময় এসেছে।

এখন আবার যখন কম্পিউটার সেন্টার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য আন্দোলন করা হচ্ছে কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে তখন এর পেছনে মতলবটা দেশবাসীর জানা প্রয়োজন। পেছন থেকে কোন কোন মহল এই মতলববাজি ধর্মঘটকে উস্কানি দিচ্ছে কিনা তাও জানা দরকার।

কম্পিউটার সেন্টার একটি থাকলে সুবিধা না বিকেন্দ্রীকরণ প্রয়োজন সেটা কর্মচারীদের ধমকে ঠিক করতে হবে এটা কোন সরকারি নীতি হতে পারে না। বাস্তব প্রয়োজনে কম্পিউটার সেন্টার বিকেন্দ্রীকরণ হলেও হতে পারে। সেটা ঠিক হবে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে, কর্মচারীদের স্বার্থ দেখে নয়।

আমরা শিক্ষা বোর্ড কর্মচারীদের এই অন্যায় অনাচারের যেমন বিরোধিতা করি তেমনি ছাত্র–ছাত্রীদের জীবনকে জিম্মি রেখে ধর্মঘট করাকেও কঠোরভাবে নিন্দা জানাই।

সরকারের কাছে পরিষ্কার ভাষায় আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই মতলববাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। গুটিকয়েক কর্মচারীর অন্যায় আবদারের সঙ্গে আপস করার অর্থ হবে দুর্নীতিবাজদের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে জিম্মি করে রাখা।

আমরা আশা করবো সরকার এটা হতে দেবেন না। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়ে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করবেন।